বিষ্ণু দে-র গদ্য : বিষয় বৈচিত্র্য ও ভাষারীতি

সুলগ্না ব্যানার্জ্জী

অনুচিন্তন

রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক যে সমস্ত কবি গদ্যচর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)। কবিতা রচনার ভেতর যেমন আমরা তাঁর ভিন্ন মেজাজ প্রত্যক্ষ করি, তেমনি বাংলা গদ্যের বিষয় বৈচিত্র্য ও ভাষারীতিতেও তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আমরা এখানে তাঁর গদ্যের সেই দিকটির ওপর আলোকপাত করবো।

সূচকশব্দ : সংবেদনশীলতা, ব্যক্তিসত্তা, নৈর্ব্যক্তিক, প্রশ্নাকুলতা, আত্মকৈবল্য, অনুসন্ধিৎসু, অনুসরণীয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-র প্রাবন্ধিক সত্তা গঠনে তাঁর নিজস্ব পাঠ-গভীরতা, পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব, পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের চর্চা, দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র, মার্কসীয় দর্শন, আধুনিক সময়-সংকট – সমস্ত বিষয়ই তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেলেও অনেকসময় তিনি তার বিরোধিতাও করেছেন। বিষ্ণু দে-র মানসিকতার পরিব্যাপ্ত আলোচনায় তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিচার করা প্রয়োজন।

২

যে কোনো মহৎ প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির মূলে থাকে কাল, স্থান, আধুনিকতা, যুগধর্ম। বিষ্ণু দে-র রচনাতেও এ সমস্ত কিছুর প্রভাব অগ্রণী ভূমিকা নেয়। শুধু প্রবন্ধের চর্চায় নয়, তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় পরিশুদ্ধ বোধ, সংবেদনশীলতা, পারিপার্শ্বিক জীবন চেতনার বোধ ছিল যা তাঁকে দায়বদ্ধ সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিষ্ণু দে-র সময়কালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের উত্থান-পতন, দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন, চীন-ভারত মৈত্রী, রুশ-ভারত মৈত্রী ইত্যাদি কাজ করেছে। আধুনিকতার অন্বেষণে বিষ্ণু দে তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন ভিন্নস্বাদের, তাঁর মধ্যে ছিল ব্যক্তিসত্তার সংকটের জটিল জিজ্ঞাসা।

১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার হাত ধরেই দেশীয় ও বিশ্ব সাহিত্যের যে পঠন-পাঠনের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা বিষ্ণু দে-র প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছিল। 'পরিচয়' পত্রিকার কনিষ্ঠ সদস্য বিষ্ণু দে-র পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি সমালোচনামূলক তো বটেই, সাথে সাথে সেগুলি তাঁর মানসিক গঠন ও বিপুল পঠন ক্ষমতারও পরিচয় দেয়। 'পরিচয়'-পত্রিকার সূচনাকাল থেকেই কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প অনুবাদ স্বনামে-বেনামে প্রকাশ করে তিনি পত্রিকার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সমাজের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব লেখকের মনে এক অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলে যায়। এই প্রভাব কবিতায় একরকম, গদ্যে অন্য একরকম। কিন্তু, যিনি একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক তাঁর মননে কবির সংবেদনশীলতা, অসাধারণ অনুভব ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। বিষ্ণু দে-ও এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আছে রসজ্ঞানের প্রাচুর্য, পরিশ্রমী মন, পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও রুচিবোধ। বিংশ শতাব্দীর সংকটময় পৃথিবীর

গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্ব-শাসিত)

নানা সমস্যা, সংকট বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর গদ্যসম্ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা ৬৫ টি এবং এগুলি নয়টি প্রবন্ধ-গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল–

১) রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬)

২) সাহিত্যের ভবিষ্যত (১৯৫২)

৩) এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য (১৯৫৮)

৪) সাহিত্যের দেশ বিদেশ (১৩৬৯)

৫) রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (১৩৭২)

৬) মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭)

৭) জনসাধারণের রুচি (১৯৭৫)

৮) যামিনী রায় (১৯৭৭)

৯) সেকাল থেকে একাল (১৯৮০)।

বেশ কিছু প্রবন্ধ একাধিক গ্রন্থে সংকলিত, সব মিলিয়ে মোট প্রবন্ধ ৬৫ টি। এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়', 'কবিতা', 'সাহিত্য পত্র', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', ' বনি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বহুরূপী', 'অমৃত', 'স্বাধীনতা', 'অরণি', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি পত্রিকাতে।

১) রুচি ও প্রগতি : এতে মোট ১২ টি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩, প্রকাশক অমল বসু, ঈগল পাবলিশার্স, কলকাতা, উৎসর্গ-রাজশেখর বসু।

২) সাহিত্যের ভবিষ্যত : এতে মোট ১৮ টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৯, প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, উৎসর্গ-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩) এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য : এতে মোট ১৪ টি প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া পিকাসো এবং যামিনী রায়ের আঁকা কতকগুলি ছবি আছে। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫, প্রকাশক অম্বিকাপদ বিশ্বাস। উৎসর্গ-সতেন্দ্রনাথ বসু।

৪) সাহিত্যের দেশ বিদেশ : এতে ১১ টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, প্রকাশক মনোতোষ সরকার, কথাকলি, উৎসর্গ-জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়।

৫) রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা : তিন ভাগে সংকলিত একটি মাত্র প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭২, প্রকাশ জ্যোৎস্না সিংহ রায়, উৎসর্গ-সত্যজিৎ রায়।

৬) মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা : এতে মোট ১৮ টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭, প্রকাশক চিন্মোহন সেহানবীশ, মনীষা গ্রন্থালয়। উৎসর্গ-ক্ষিতীশ রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অসীম রায়।

৭) জনসাধারণের রুচি : এতে ১৮ টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৫, প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশক। উৎসর্গ-হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৮) যামিনী রায় : এই গ্রন্থে ৫ টি প্রবন্ধ রয়েছে। যামিনী রায়ের অঙ্কিত ৩ টি চিত্র, যামিনী রায়ের বিষ্ণু দে-কে লেখা ৭১ টি

চিঠি এবং যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২ টি চিঠি। প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪, প্রকাশক শীলা ভট্টাচার্য, আশা প্রকাশনী।

৯) সেকাল থেকে একাল : এখানে ১৫ টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭, প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশন। উৎসর্গ -বীরেন, শিবেন, রণেন, নৃপেন প্রমুখ।

৩

বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধগুলিকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) কবি ও কাব্য সম্পর্কিত সমালোচনা :

এ পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে দেশি বিদেশি নানা কবি এবং তাঁদের কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধগুলি মোটামুটিভাবে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত। যেগুলি– 'গদ্য কবিতা', 'প্রগতিবাদী কবি', 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত', 'টি.এস. এলিয়টের মহাপ্রস্থান', 'আঁরাগ', 'এলিয়ট প্রসঙ্গ', 'আত্মঘাতী প্রতিভাবাদী ও পাস্তেরনাক', 'রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, পাউণ্ড', 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার গরজে', 'পূর্ব বাংলার কবি মধুসূদন'।

(খ) গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে সমালোচনা :

যদিও এ বিষয়ে খুব বেশী সমালোচনা করতে বিষ্ণু দে-কে দেখা যায় নি, তবু দশ বছরের দীর্ঘ পার্থক্যে দুটি মাত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। যেগুলি– 'বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস' ও 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা'। প্রথম প্রবন্ধটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আবর্ত'-এর আলোচনা এবং দ্বিতীয়টি কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে।

(গ) নাটক ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনা :

নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন কবি অধ্যাপক বিষ্ণু দে। এই সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'শেক্সপীয়র ও বাংলা', 'বাংলা ফিল্মের পরিণত রূপ ও মেঘে ঢাকা তারা', 'নবান্নর পঁচিশ বছর ও নাট্য আন্দোলন'– প্রবন্ধগুলি কবির সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বিশিষ্ট মননভঙ্গির পরিচয় দেয়।

(ঘ) চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, শিল্পী ও শিল্পচর্চা বিষয়ক আলোচনা :

শিল্প বিষয়ে বিষ্ণু দে'র যে এক গভীর চিন্তাশক্তি কাজ করে, তা এই শ্রেণীর রচনাগুলোতে চোখে পড়ে। বাংলার ১৩৫৫-৬৭ সালের মধ্যে এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি রচিত। শিল্পী যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য তাঁর শিল্পচর্চা ও সন্ধানকে আরো প্রগাঢ় করেছে। তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যামিনী রায় থাকলেও তিনি অন্যান্য দেশী-বিদেশী শিল্প ও শিল্পীদের নিয়েও আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল– 'অবনীন্দ্রনাথ', 'পিকাসো', 'ক্যালকাটা গ্রুপ', 'যামিনী রায়ের কথা', 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ', 'যামিনী রায় ও শিল্প বিচার', 'বিদেশীদের চোখে যামিনী রায় ও তার ছবি', 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্র কথা'।

(ঙ) লোক শিল্প ও লোক জীবন বিষয়ে আলোচনা :

রিখিয়ায় বাস করার সময়ে লোকশিল্প, সাহিত্য সঙ্গীত, জীবন প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র উৎসাহ গভীর হয়েছিল। 'লোকসংগীত' ও 'লোকসংগীত ও বাবুসমাজ' প্রবন্ধ দুটি তাঁর লোকধারণাকেন্দ্রিক ঋদ্ধ মননের পরিচায়ক।

(চ) বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা :

বাংলা সাহিত্য যে কবি বিষ্ণু দে'র মর্মে, মননে ও ভাবনায় কতখানি গভীর ছাপ ফেলেছিল, তা তাঁর বাংলা সাহিত্যের

ধারা ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করে লেখা প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি নিজের সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য বিচার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবনার প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধগুলি হল– 'নবসাহিত্য তত্ত্ব', 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি', 'বাংলা সাহিত্যের ধারা', 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', 'সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ', 'সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল', 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী'।

(ছ) বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী প্রসঙ্গে আলোচনা :

'পরিবর্তমান এই বিশ্বে', 'মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু' – প্রবন্ধ দুটি প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে'র বিজ্ঞান পিপাসু দৃষ্টিভঙ্গির দিকটিকে উন্মোচন করেছে।

(জ) পুস্তক সমালোচনা সম্পর্কিত :

'পরিচয়' পত্রিকার সাথে সম্পর্কের সুবাদে বাঙালী ও বিদেশি সাহিত্যিকদের গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন কবি-প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে। তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা দেশি-বিদেশি সাহিত্যিকদের স্বরূপের পরিচয় পেয়েছি। প্রবন্ধগুলি হল– 'ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স', 'রিচার্ডসের কল্পনা', 'আধুনিক কাব্য', 'সুরুচি ও পণ্ডিতমন্যতা', 'রাজায় রাজায়', 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা'।

(ঝ) সম্পাদকীয় পর্যায়ভুক্ত সমালোচনা :

বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে বিষ্ণু দে বহু পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলাম লিখতেন। এই ধারায় তাঁর একটি প্রবন্ধ রয়েছে, 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ 'বীরবল থেকে পরশুরাম'।

(ঞ)ইতিহাস ও সমাজচিন্তামূলক আলোচনা :

'জনসাধারণের রুচি', 'আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড', 'এই আমাদের কলকাতা'– প্রবন্ধগুলি বিষ্ণু দের -ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দেয় এবং সেই ভাবনা একজন যোগ্য সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ বা নৃতাত্ত্বিকের মতোন।

(ট) অনুবাদমূলক রচনা প্রসঙ্গে আলোচনা :

ইংরেজী কবিতা অনুবাদের পাশাপাশি ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদও করেছিলেন বিষ্ণু দে। এই প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি হল– ইংরাজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড।

কবি বিষ্ণু দে'র লেখক হয়ে উঠবার প্রেরণা, মতামত ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধটি কবি লিখেছেন সেটি হল– 'জনৈক লেখকের কৈফিয়ৎ'।

৪

প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে'র প্রবন্ধসম্ভার বৈচিত্র্যের আকর। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ধারা থেকে মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত, আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা করেছেন। চিত্রশিল্পের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়ের সঙ্গে মাতিস, পিকাসো পর্যন্ত এসেছে। ইয়েটস্, পাউণ্ড, এলিয়ট প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যিকদের সমালোচনাতেও তিনি সমান তৎপর। লোকশিল্পের ক্ষেত্র থেকে স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্প পর্যন্ত তাঁর সমান আগ্রহ। ব্যাপক আবেদন নিয়ে তাঁর রচনায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ ও টি.এস.এলিয়ট। মার্কসবাদী

মনোভাব তাঁর সমগ্র প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রতিস্থাপিত হতে দেখা যায়।

কলেজ জীবনে ছাত্রাবস্থা থেকেই বিষ্ণু দে'র Eliot চর্চার শুভারম্ভ, 'The Sacred Wood' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে। ১৩৩৯-৬২ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি Eliot প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। ১৩৩৯ সালে Eliot-এর 'The Triumphal March' গ্রন্থের সমালোচনা লেখেন 'পরিচয়' পত্রিকায় কার্তিক সংখ্যায়। সেই শুরু। পরবর্তীতে ১৩৪২ এর কার্তিকে 'The Rock' এবং 'Murder in the Cathedral' গ্রন্থের সমালোচনা লেখেন 'পরিচয়' পত্রিকায়।

কাব্যের মুক্তির সন্ধানে বিংশ শতাব্দীর কুড়ি-তিরিশের দশকের কবিরা করেছিল এলিয়ট চর্চা। বিষ্ণু দের ক্ষেত্রে তাঁর তাত্ত্বিক জগতের পরিধির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এলিয়ট চর্চা। এমনকি তাঁর সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতায় এলিয়ট চর্চা আধুনিকতার চর্চার আরেক রূপ বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল। আত্মসচেতনতা বিষ্ণু দে'র কাছে আধুনিকতার মৌলিক লক্ষণ। আর এলিয়ট তাঁর কাছে আত্মসচেতনতার কবি। আসলে 'পরিচয়' পত্রিকার কবিরাই Eliot সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। এডওয়ার্ড টমসন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> "The Parichay poets are in danger of picking up and appearance of imitation and tricks and mannerism- Mr. Eliot's habit of repetition as an incantation is growing on them."[১]

বস্তুধর্মিতা ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি, অবজেকটিভ কোরিলেটিভ, ব্যক্তিত্বের মুক্তি চৈতন্য ও ঐতিহ্য, ফর্মের সঙ্গে বিষয়ের নবীনত্ব– এই উক্তি বিষ্ণু দে পেয়েছেন এলিয়টের কাছ থেকে। বাংলা সাহিত্যের চিন্তা ও মননে এলিয়টের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। আর বিষ্ণু দে ১৯৩২ সাল থেকে 'পরিচয়' পত্রিকায় বাংলা ও ইংরেজীতে এলিয়টের কাব্যবিচার ও তাঁর সাহিত্যের যথার্থ রূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা যেন প্রাচীনপন্থী মার্কসবাদীদের উত্তর, যা বিষ্ণু দে এলিয়ট সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত–

> "তাই এলিঅটের কবিতায় আমাদের প্রশ্নাকুলতা, দ্বিধা, আধুনিক জীবনের অদ্যাবধি ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতায় সভ্য মানুষের যন্ত্রণা এবং মানব জীবনেরই অসম্পূর্ণতারই মৌলিক যন্ত্রণা-কাব্যরূপে মুক্তি পায়, সচেতনতার রূপায়ণের মুক্তি।"[২]

বিষ্ণু দে-র মতে শেষ রোমান্টিক কবি এলিঅট। কিন্তু তিনি আবার ক্লাসিসিজমের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। মানব জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে ধনতন্ত্রবাদে জর্জরিত হন তিনি। অতীতের তাড়নায় ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সমাজের তথা যুগের সার্বিকতায় পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি। তাই বিষ্ণু দে-র মন্তব্য–

> "বাংলা সাহিত্যে এলিয়ট তাই বলাই বাহুল্য মার্কসবাদের মতো সৌর বিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদনী রাত বটে।"[৩]

বিষ্ণু দে'র মতে বস্তুর অসম্পৃক্ত বৈচিত্র্যে এলিয়ট বিভ্রান্ত। এই বস্তুর দিকে তাঁর দৃষ্টি আছে বলেই তিনি চেতনার এক রকম তীব্র যন্ত্রণাময় কবিতা লেখেন। তবে এলিয়ট নঞর্থক বিশ্বাস বৈচিত্র্যকে সমন্বিত করতে পারে না।

এলিয়টের কাছে বিষ্ণু দে গিয়েছিলেন টেকনিকের অনুকরণ ও অনুসরণ করে সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে। তবে বিষ্ণু দে-র আধুনিকতায়, তাঁর মানস জগতের এলিয়ট আসেন গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ায়, তাঁর ডায়ালেক্টিক-এ, তাঁর

সামাজিক মানবিক দৃশ্যে, আধুনিকতায় এলিয়ট যতটা প্রাসঙ্গিক, ততটাই তিনি গ্রহণ করেন। প্রাবন্ধিক ও তাত্ত্বিক এলিয়টের প্রথম দিককার রচনাই মূলত তিনি কাব্যের মুক্তিতে আনেন, যদিও তিনি এলিয়টের কবিতার গভীর অনুরাগী পাঠক।

৫

কল্লোল যুগের বেশ কিছু কবি রবীন্দ্র-বিরোধিতা করলেও বিষ্ণু দে অন্ধ-অনুকরণ যেমন করেন নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বর্জনও করেন নি। বিষ্ণু দে-র দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দোলাচল চিত্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথের সমর্থক। তাঁর রবীন্দ্রচর্চা যেমন আধুনিকতার চর্চা, তাঁর উত্তরাধিকার তেমন রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার ব্যক্তিসত্তা, আবার, দুর্গত দেশের বাস্তব ও আধুনিক বিশ্বের একত্ব– এই তিনটি মাত্রায় বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মন্মথনাথ ঘোষ যখন 'প্রগতি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন, তখন তার বিরুদ্ধে কলম ধরে লেখেন 'নবসাহিত্য তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে। মহাকবির পরিগ্রহণই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–

> "তাই রবীন্দ্রনাথকে পরিগ্রহণের বিরাট চেষ্টায় আবার স্মরণীয় তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তার প্রতিভা দীপ্ত স্বরূপ এবং যুগ যুগ-ধাবিত-যাত্রীর সংকট ও উত্তরণে বন্ধুর পন্থায় সৃষ্টিময় আত্মপ্রকাশ এবং স্মরণীয় তাঁর দুর্গত দেশের একালের বাস্তব সুখদুঃখের ভাবনাচিন্তার অনিবার্য আপাতিকতা ও গৌণতা। এ সত্যে মনোযোগী না থাকলে অর্থ হারিয়ে বসে দ্বিতীয় সত্যটিও; অর্থাৎ ঐতিহাসিক কারণে ইওরোপের প্রাথমিক ও মৌলিক নেতৃত্বে ও তজ্জনিত নানা ঐতিহাসিক কারণে ডায়ালেকটিক্সে আধুনিক বিশ্বের একত্ব।"[৪]

রবীন্দ্র-মানস অনুধাবনে এক নতুন পথের দিশারী বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথ নামক মহাশিল্পীর সমগ্র কর্মজীবন-এর তাৎপর্যের হদিশ মেলে বিষ্ণু দে'র কলমের আঁচড়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত সৃষ্টিময়তায়, চিরসুশ্রীর বৃদ্ধ বয়সে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠার মূলই এখানে। আর এই আত্মকৈবল্যের উত্তরণেই রবীন্দ্রনাথ পেছনে ফেলেছেন আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের। বিষ্ণু দে'র মতে–

> "বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্পসাহিত্যে তো বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানস জীবন ও কর্মের আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। তাঁর মতো আত্মপরিচয় লাভের আকুতি অথবা সত্তা সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য বোধহয় বিশ্বে তুলনারহিত।"[৫]

বিষ্ণু দে-র কাছে রবীন্দ্রনাথ এমন এক আধুনিকতার মহাকবি, যে আধুনিকতা প্রাণ পায় ভারতবর্ষ নামক প্রাচীন কিন্তু নানা কারণের দ্বান্দ্বিকতার নিজস্ব বৈচিত্র্যের দেশজ পটভূমিতে। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার আলোচনায় আধুনিকতার সংকট নিয়ে মনন-ঋদ্ধ বক্তব্য তুলে ধরেছেন বিষ্ণু দে। তাঁর রবীন্দ্র-আবিষ্কারের সূচনা এই ব্যাপ্তি বোধ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্বতে নয় তাঁর বিশ্বজনীনতাই আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার মূলে ছিল একক সমস্যার সাথে দ্বন্দ্ব–

> "আমরা যেন মনে রাখি রবীন্দ্র-বিশ্বের ভূগর্ভস্থ তাত্ত্বিক সংকট, আমরা জানি যে প্রয়োজন সাধনের বৃত্তিগত শতাব্দীতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রদেশে এক মফঃস্বল রাজধানীতে দুর্গত সমাজ জীবনে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনে একটা অপরিহার্য হলেও জঘন্য বৃত্তি এবং সে বৃত্তির দৈনিক গ্লানি থেকে

> পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল যখনই সম্ভব যেখান থেকে সম্ভব চলে যাওয়া আনন্দলোকে, রসলোকে, অনন্তে, অসীমে, জীবনের মর্ত্য স্থূল সংলগ্নতার বাইরে– 'অন্য কোনখানে'। এ তত্ত্বের বোধিদ্রুম আশ্রয় ছাড়া ভারতীয়, বাঙালী, উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথের আত্মরক্ষার আর কিছু ছায়া ছিল না।"[৬]

বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছেন–

> "রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং কয়েকটি মৌল পুরুষার্থে তাঁর আস্তিক্য নিশ্চিত, যদিও প্রান্তিক থেকে শেষ লেখায় কঠোর নগ্ন প্রশ্ন তাঁর মন তুলেছে এবং শেষ অবধি শান্তি পারাবারে তাঁকে সংকুচিত হতে হয়নি আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। সে প্রকাশ যেমন বিরাট বিচিত্র তেমনি সুস্থ ও মহৎ।"[৭]

বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হন আধুনিকতার সাময়িক রূপগুলো পেরিয়ে বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার, লোকোত্তর ভাষায় অভিজ্ঞতার স্বধর্মের অন্বেষণে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ আশিবর্ষব্যাপী উত্তরণের সংগ্রাম থেকেই তিনি পথ চলার সাহস পান। কবি জীবনের প্রথম পর্বের সত্তা সংকট, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংযোগের উত্তরণ ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন রবীন্দ্রনাথের মতো বটবৃক্ষের নীচে। বিষ্ণু দে স্বেদাক্ত বাস্তব ও তার লড়াইয়ে নিজের আন্তর্জাতিক আধুনিকতার অতিতকে সংহত করেন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্য থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবেগানুভূতির স্থায়ী ঠিকানা।–

> "রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে সমুদ্রের দিকে চলি।"[৮]

আসলে রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবদ্ধ সমগ্রের জগৎকে তিনি বাঙালি কবির উত্তরাধিকার হিসেবে পান। বিষ্ণু দে রবীন্দ্র আবিষ্কারেই উত্তরণ, নিজের ইগো ইন্টিগ্রিটির সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী, সাহিত্যিক মানবধর্ম বিচিত্র বহুরূপের জটিল বৃত্তের পূর্ণতা পেল বিষ্ণু দে'র আধুনিকতায়। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথও যুক্ত হলেন আন্তর্জাতিক আধুনিকতার সঙ্গে। বিষ্ণু দে-র রবীন্দ্রনাথ এভাবেই হয়ে উঠলেন আধুনিক জিজ্ঞাসার ভারতীয় তথা নির্বিশেষ প্রশ্নপ্রতিমা। আর এই রবীন্দ্র উত্তরাধিকারের দ্বান্দ্বিক পরিগ্রহণে আন্তর্জাতিক সচেতনতায় বিষ্ণু দে-ও মহৎ লেখক হয়ে ওঠেন।

৬

শিল্প অনুসন্ধিৎসু মন ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ বিষ্ণু দে'র গদ্যশৈলীর বিকাশকে নবমাত্রা দান করেছিল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চাইতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ বেশী থাকলেও ভারতীয় লোকসংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর সুবাদে তাঁর কবিতার প্যাটার্নে লোকসঙ্গীতের দেশজ শব্দ ও ভাবের স্তর ক্রমশ প্রকট হয়েছে। শিল্পসমালোচক হিসাবেও বিষ্ণু দে'র আছে নিজস্ব বক্তব্য, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী মন। সেইজন্য তাঁর সাহিত্যচর্চা এবং শিল্প সমালোচনা কোনো পৃথক আলোচ্য নয়, তারা একে অপরের পরিপূরক বিষ্ণু-দে'র আলোচনায়। তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুটি নতুনত্বে রীতির দ্বীপ্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তাকেই তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশীয় শিল্পী এবং পিকাসো, মাতিস-এর মতো বিদেশী শিল্পী বিষ্ণু দে-র চারুকলা সম্পর্কিত আলোচনায় স্থান পেয়েছে। চল্লিশের দশকের 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর তরুণ শিল্পীদল, যামিনী রায়ের সঙ্গে অসম বয়সী বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা বিষ্ণু দে'কে শিল্পের অন্তর বুঝতে অনেকাংশে সাহায্য করে।

বিষ্ণু দে বরাবর বাস্তবের অভিজ্ঞতা মনের পটে যে ছবি এঁকে দেয় তার উদ্ভাসকেই তিনি প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। আর যাঁরা শুধু চোখের দেখা জগৎকে সরাসরি শিল্পের রূপ দিতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি করুণভাবে বলেছেন–

> "চিত্রশিল্পীদেরও কপাল দোষে শিল্পোপায়ের দাসত্ব করতে হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের হাত পা বেঁধে শুধু বিশ্বজগতের নকল করেন। নিজেদের ছবি আঁকতে হ'লেও তাঁরা আয়নার ছায়া দেখতে-দেখতে আঁকেন, ভুলে যান যে দর্পণ তাঁদেরই মধ্যে।"[৯]

কিন্তু বাস্তববাদী শিল্পের মননে ঐতিহ্যের গৌরব আছে, প্রকাশের ভঙ্গিমায় নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনা আছে, মানবতার গভীরে আছে আবেদন–

> "আমরা নিজের চোখে দেখলুম পশ্চিম দেশের রিয়ালিজম কি ব্যাপার। বুঝলুম কী রীতিতে, কী সাধনায়, কী ঐতিহ্যে এ সামাজিক জীবনের বাস্তব পটে রিয়ালিস্টিক বা প্রত্যক্ষবাদী শিল্পের প্রাণ।"[১০]

কবি বিষ্ণু দে আত্মসচেতনতায় দীক্ষিত, সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। তাই শিল্পের স্বাধিকার বিপন্নের আশঙ্কায় তিনি সতর্ক হয়ে বলেন–

> "কর্মের তাগিদে বা কর্মীর আত্মপ্রসাদে আমরা ভাষার এই উভয়মুখিতা ছাঁটাই করি, ভাষাকে সঙ্ঘবদ্ধ হাতুড়ি ভেবে ফেলি কিংবা ঐ 'আত্মা'কে বা মানসকে হুকুম দিই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে মাটিতে ফেলে সাম্যবাদী সমাজের রিয়ালিজমের আকাশে উড্ডীন হতে। শিল্পসাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস আছে, একটা বেগতত্ত্ব আছে, তা আদর্শবাদীর আবেগে ভোলা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কিন্তু স্রষ্টা শিল্পের কর্ম ঠিক সিসে মবা মেটাফিজিক্স ত নয়, প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রও নয়– শিল্পীদের সঙ্ঘ অবশ্যই তা হ'তে পারে।"[১১]

যে কোনো সমালোচনার ক্ষেত্রেই বিষ্ণু দে সর্বদা নিরপেক্ষ থেকেছেন। পিকাসো, মাতিস-এর মননশীল ভাবনার রঙিন রেখার নতুন বিন্যাসে গড়া বাস্তব বিমুখ শিল্পকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আবার বাস্তব জীবনের সামাজিক রূপকেও সচারুভাবে সমর্থন করেছেন। পিকাসোর সৃষ্টি তরঙ্গ তাঁর মনের বিস্ময়ভূমিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়–

> "পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বরাবর সমুদ্রের নিত্য অভিযান! নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনিবার্য ?
> একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা আর ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর।"[১২]

সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী হলেও রাজনীতিকে কখনো বিষ্ণু দে, তাঁর শিল্পচেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। 'ক্যালকাটা গোষ্ঠী'-র শিল্পী ও যামিনী রায়ের ঘনিষ্ঠতা তাঁর রুচিশীলতা, টেকনিকের সুপ্রয়োগ, প্রকাশ মাধ্যম ক্ষমতা ও সীমিতের দিকটিকে আরো স্পষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> "It is true that the processes are different, but each art kind has its own virtues and limitations, painting cannot reach certain human experiences because of its very mode of operation. The Divine comedy can be possible only in verse, the same is true of King Lear or odyssey or any importent work of poetry."[১৩]

যামিনী রায়ের সান্নিধ্য, সাঁওতাল পরগণার রিখিয়াতে ছুটি কাটানোর সুবাদে বিষ্ণু দে পটচিত্র ও লোকশিল্পকে কাছ

থেকে দেখবার, উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছেন। আর এই সুযোগ এনে দিয়েছে তাঁর মনে লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ। শিল্পীর সামগ্রিক চেতনার প্রেক্ষাপটে শিল্প মূল্যায়ন রীতির উপযোগিতা তিনি যামিনী রায়ের ছবির আলোচনা করতে গিয়েই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। ফলত, তিনি একসাথে উপস্থাপিত করেছেন যামিনী রায়ের জীবনযাত্রা এবং শিল্পকীর্তির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য, যা শিল্পীর জীবনবোধ ও রূপদর্শন সামগ্রিক ভাবে গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে সহজতায়-সততায় প্রকাশিত হয়।

আসলে যামিনী রায়ের ছবির আলোচনাতেই বিষ্ণু দে সার্থক ও পরিপূর্ণ শিল্প-সমালোচক হয়ে উঠেছেন। শিল্পীর সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার ফলে যামিনী রায়ের ছবির আলোচনায় যেমন নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি, তেমনি অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরেই তিনি জেনে নিতে পেরেছেন ছবির বিন্যাস পদ্ধতি, মৌলিক গঠনরীতি।–

> "তাঁর ছবিতে প্রতি অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিস্থাপনে মামুলী চিত্রের ভারসাম্যের বা বাদ প্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততটা নয় যতটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিস্বকীয়তায়, রঙেরই সবল সম্বন্ধ পাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখা কর্তৃত্বের সঙ্গে হাত বাঁধা।"[১৪]

গোগ্যাঁর চিত্রভাবনার প্রতি বনি দেখতে পাওয়া যায় যামিনী রায়ের চিত্রাদর্শে। তাই যামিনী রায়ের ছবির আলোচনার বিষ্ণু দে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেন–

> "গেগ্যাঁর কথা মনে পড়ে : সর্বদা স্মৃতি থেকে এঁকো। রঙের প্রতিসাম্য নয়, সমস্বর খুঁজো। ... সর্বদা গণ্ডিরেখা দেবে। খণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ অংশ নিয়ে ভাবিত হ'য়ো না। কখনো বিচ্ছিন্ন রং ব্যবহার ক'রো না।"[১৫]

কবি বিষ্ণু দে তাঁর সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছেন যে–

> "যে-কোন সৎ শিল্পী তাঁর নিজের মানসের তাগিদে, স্বভাবের অখণ্ড প্রেরণাতেই কাজ করেন, কিছু ছাড়েন, কিছু গ্রহণ করেন– পরীক্ষা ক'রে চলেন। তাই তো সৎ শিল্পী লঘু মুহূর্তে খেলায় বা বিনোদনেও যা করেন তা একটা বৃহত্তর ঐক্যের প্রবাহে নিজের স্থান ক'রে নেয়।"[১৬]

নানা বিষয় জানার একাগ্রতা, সাহিত্যচর্চা এবং শিল্পপ্রীতি বিষ্ণু দে'র মনকে বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল করেছে। সেই বোধির আলোকেই বিশ্লেষণী মন দিয়ে তিনি অনায়াসে চিনতে পেরেছেন আসল-নকল-মহৎ শিল্পের পার্থক্য।

৭

কথাসাহিত্যের আলোচনাতেও বিষ্ণু দে যথেষ্ট প্রতিভার দাবীদার। ইংরেজী সাহিত্যে লরেন্স, হুইটম্যান, ব্লেক, হাক্সলি, জেমস জয়সে, প্রুস্ত – প্রমুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লরেন্সের অসাধারণ বাকশক্তি, রূপদক্ষতা, বোধশক্তি, বন্ধুত্ব, আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা, হুইটম্যান– সুলভ সারল্য এবং ব্লেক-সুলভ সমাজ শোভন স্বাস্থ্যকে অগ্রাহ্য করা বিষ্ণু দে-কে মুগ্ধ করে। তরুণ বয়সে হাক্সলি প্রীতি ছিল। আবার জেমস জয়েসের আত্মসচেতনতা তাঁকে আকৃষ্ট করে। এরপরে প্রুস্তের ব্যক্তিমনের প্রতিও তিনি আবেগতাড়িত হয়। ফরাসি শিল্প সংস্কৃতিতে অনুরাগ বিষ্ণু দে-র বহুদিনের, প্রকাশও বিচিত্র–

> "রোমান্টিকবাদের সময় থেকে লেখকদের ধারণা হল যে তাঁদের সৃজনশক্তি তাঁদের বোধ বা গ্রহণ শক্তির আগে। ... তাই ফ্লোবেয়র তাঁর আপাত বিষয়ানুগত্য সত্ত্বেও আসলে তাঁর কল্পনার ছায়ামূর্তিদেরই মূর্তিকার।"[১৭]

এই প্রবন্ধে অল্প আলোকিত বিপ্লবী ঐতিহ্য কিভাবে উত্তরাধিকার হল আরাগঁর কাছে সেই ব্যাখ্যাও বিষ্ণু দে সুচারু ভাবে পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসের চরিত্রের ভূমিকা এবং অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, চরিত্র শুধুমাত্র উপন্যাসের উৎস হতে পারে না, তাহলে 'War and Peace' বা 'গোরা' উপন্যাসে অতীতের অন্বেষণের কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। তাঁর কাছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংগঠক গোর্কীই সেরা, সৃজনশীল শিল্পী অপেক্ষা। আবার, পাস্তেরনাকের উক্তর জিভাগো ট্রাজিক নায়ক নয়, কারণ তার কোনো চারিত্রিক প্রতিরোধ সত্তা নেই, কার্যকারণ নেই। আসলে বিষ্ণু দে মনে করেন, উপন্যাসের কয়েক শ পৃষ্ঠা শুধুই অবান্তর কথা, নিষ্প্রাণতা। এতে তিনি দেখেন গল্পের এলোমেলো জলস্রোত, অবান্তর কবিত্ব। তিনি মনে করেন 'প্রতিভা মুহূর্তবাদী'। পাস্তেরনাকের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের কারণ নিতান্ত সাবজেকটিভ। তাঁর মনে হয়েছে একাধারে মনন এবং সমাজের বিন্যাসের মহাকাহিনী লেখার ধৈর্য বা একাগ্রতা প্রুস্তের মতো তাঁর নেই। তিনি লেখেন–

> "উপন্যাসটি প'ড়ে ভীষণভাবে আশাভঙ্গে ভুগতে হল।"[১৮]

পাশ্চাত্য উপন্যাস সম্পর্কে যাঁর এমন প্রখরদৃষ্টি, স্বদেশী ঐতিহ্য মূল্যায়নে তা যে অধিকতর প্রখরতা পাবে তা বলা বাহুল্য। তাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 'Bengali Literature' নামক বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাস 'ইন্দিরা'র পঞ্চমুখ প্রশংসা তাঁর ন্যায্য মনে হয়। আবার, বাস্তব শিল্পরূপের শর্ত যে প্রশ্নমনস্কতা বা পারস্পরিক সংলগ্নতা বিস্তার তার পরিচয় পান 'গোরা' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে–

> "গোরা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে, তারপরে জীবন এগিয়েছে, ইতিহাস ও তার জ্ঞান এগিয়েছে, কিন্তু এখনও 'গোরা'র স্থান নেবার ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি।"[১৯]

এখানে যে নানা অবান্তর লোভ বর্জনের সুকঠোর নির্মমতা আছে, তা 'শেষের কবিতা' বা 'চার অধ্যায়ে' নেই। কারণ–

> "শেষের কবিতা প্রতিভার খেলা মাত্র।"[২০]

বিষ্ণু দে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতিপর্বে প্রমথ চৌধুরীকে একমাত্র অনুসরণীয় মনে করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর পাশ্চাত্য সাহিত্য সচেতনতা, বাংলার লৌকিক সাহিত্যের শিকড় সন্ধান, জাগ্রত মানবতা, মুক্তদৃষ্টি, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারে আস্থা এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির উল্লেখও করেন।—

> "ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হ'য়ে ওঠে থেকে-থেকে অতি চপল, হাস্য হ'য়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত।"[২১]

একথা বীরবলের গল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য।–

> "কিন্তু 'চার-ইয়ারী কথা'র মতো অশরীরী গল্প আজও আবার পড়লে যেটুকু তৃপ্তি হয় তার বা তাঁর 'গল্প সংগ্রহ'র ধারের তুলনা একালের শ্রেষ্ঠ-পসারী বইয়ে কোথায় ?"[২২]

আবার, ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে দেখেন একটি রুচিবাগীশ, নীতিপরায়ণতা, ট্র্যাজিক ও স্যাটায়রিকের দ্বিধা। তাঁর 'অন্তশীলা' ও 'আবর্ত' উপন্যাস দুটি ভবিষ্যৎ মনন ঘেঁষা লেখকের আত্মার অংশ। উপন্যাসগুলির প্রধান চরিত্রের অবস্থা, জগৎ, জীবন সম্পর্কে লেখক সজাগ। তাঁর মতে খগেনবাবু এবং সুজন খানিকটা মূর্ত। 'অন্তঃশীলা'তে আত্মনেপদের

অভ্যাসিক আশ্রয় অর্থ নিশ্চিত অনেক বেশি। 'আবর্ত'-তে আছে বহিরাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা, যে প্রয়াসের শিল্প-শ্রদ্ধা-সাধনার নিষ্কামতা বিষ্ণু দের কাছে বিস্ময়কর।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস বিষ্ণু দে'র সমালোচনায় অভিনব হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের কাঠামোর ব্যাপ্তি, প্রত্যক্ষ জীবন, ভূগোল ইতিহাসে বিশিষ্ট বাস্তব জীবনের রূপায়ণ, প্রাকৃত ভাষার ছন্দের নির্ঝর হয়ে ওঠা অভিযানে জনপদ সতর্ক ইন্দ্রিয়চেতনা বিষ্ণু দে-কে মুগ্ধ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তাঁর কাছে 'চমৎকার উপন্যাস'। মানিকের বিভিন্ন রচনায় চমকপ্রদ দক্ষতা, সংহত দৃষ্টিচেতনা, জীবনের ব্যাপ্তি বিষ্ণু দে'র মনন সমৃদ্ধ ভাবনার আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে।

বিষ্ণু দে'র আলোচনায় বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নবতর মাত্রা পেয়েছে। তিনি বলেছেন, বইটির মধ্যে এক ধরনের ঐক্য বা সংহতি আছে যা এসেছে প্রকৃতির সঙ্গে অপু ও দুর্গার যোগসূত্রে। মোটকথা, উপন্যাস সাহিত্যে বিষ্ণু দে'র আলোচনা শ্রেণিকক্ষের পাঠের উপযোগী নয়, তাঁর আলোচনার মধ্যে ভাবনা ও চিন্তন-মননের গভীর অভিযানের মর্ম উপলব্ধি করি।

৮

কলেজ জীবনে অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে সাম্যবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল বিষ্ণু দে'র মনে ১৯৩০-৩১ সাল থেকে। 'পরিচয়' পত্রিকা ও নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সংস্পর্শ ১৯৩১-৩৫ পর্যন্ত তাঁকে পুরোপুরি সাম্যবাদী করেছিল। সাম্যবাদী চিন্তা তাঁর সাহিত্যে প্রভাব না ফেললেও সাম্যবাদী চিন্তাধারার মানুষজন অনেকেই তাঁর প্রিয় ছিল। যার ফলস্বরূপ ১৯৩৬-এ রচিত 'ক্রেসিজ' কবিতাটি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। ১৯৫০ সালে রচিত 'একটি কবির বিকাশের ধারা : আরাঁগ' (সাহিত্যপত্র, মাঘ ১৩৫৬) প্রবন্ধে লেনিনের বক্তব্য অনুবাদ করা থেকে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর ভারতে গঠিত 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'তে যোগ দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারাকে অব্যবহত রেখেছেন। এমনকি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাক্ষরতার ক্রমবর্ধমান হার, প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার শ্রীসাধন, সাংস্কৃতিক স্তরে সার্বিক উন্নয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে লেখেন–

> "যে-সমাজব্যবস্থায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মহত্ত্ব স্বীকৃত এবং ব্যক্তিত্বের অধিকার অঙ্গীকৃত, সেখানেই শিল্পসাহিত্যের-এ রেনেসাঁস সম্ভব!"[২৩]

১৯৪২-৪৪ সালের মধ্যের সময়ে বিষ্ণু দে যে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন, তার প্রমান তাঁর সমসাময়িক লেখাগুলিতে পাওয়া যায়। এ সময়েই প্রকাশিত 'কেন লিখি' সংকলনে বিষ্ণু দে নিজের লেখক অবস্থানের জায়গা যেমন স্পষ্ট করেন, তেমনি মার্কসবাদের সঙ্গে বিরোধ স্বীকার করেন নি। মার্কসবাদকে যেভাবে তিনি বুঝেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ধরন বা কবি হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের, তাঁর কবিতার প্রকরণের বিরোধ আছে, তা তিনি কখনো মনে করেন নি। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে রয়েছে মার্কসিজম-এর প্রসঙ্গ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা। তিনি মনে করেছিলেন– শিল্পীর মন পূর্ণায়ত রূপ পাবে মার্কসবাদের অধ্যয়নে ও অধিগ্রহণে। 'রাজায় রাজায়' প্রবন্ধে এর প্রমাণ মেলে। 'আরাগঁ' প্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন যে, সাহিত্য সৃষ্টিকে দেখতে হবে স্রষ্টার সমগ্র রচনার ভিত্তিতে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়–

> "তখন হয়তো আর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য এবং তাঁর সমগ্র কবিস্বভাব বাদ দিয়ে তাঁর গদ্য মতামতের থেকে ইচ্ছামতো উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কসবাদী প্রমাণ করতে যাবেন না তিনি কতখানি সাম্প্রদায়িক বা

কতখানি ইংরেজভক্ত– বা অন্যপক্ষে সাম্যবাদের প্রায় পুরোধা।"[২৪]

'সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে মার্কসের ইতিহাসচেতনা, ঐতিহ্যচেতনা, দ্বান্দ্বিক মন, বাস্তববোধ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন–

> "তাঁর নিকটজনেরা নিশ্চয় সমর্থন করবেন যে তাঁর সচেতন জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টি ও মননের এই অভ্রংলিহ মানুষটি ছিলেন প্রত্যয়সিদ্ধ মার্কসবাদী। প্রতিদিনের সমস্যা সমন্ধে সব সময় না জানলেও, কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি ছিলেন মর্ম সহচর, এই আন্দোলনের এক নিশ্চিত সহায়ক।"[২৫]

কাব্য সমালোচনার ধারাতেও বিষ্ণু দে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শ্রমজীবী মানুষ বুদ্ধিজীবীও বটে– তারা বাস্তবের ভিত্তিভূমি থেকে অগ্রসর হন। বিষ্ণু দে'র এই ধারণায় অব্যর্থ হয়ে ওঠে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর কারুকার্য। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র বিচার তাঁর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষিতেই অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটায়। তাঁর লেখায় বিষ্ণু দে বাক্য বিন্যাসের দেশজ রীতির সন্ধান পেয়েছেন–

> "আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হ'লে যাঁদের রচনাবলি বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা।"[২৬]

মাইকেলের ক্ষেত্রে কবি বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যিক ও ব্যক্তিগত ট্রাজেডিকে ইংল্যাণ্ড ও ভারতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। মাইকেল-মানসের কবিত্বের আবেগের পাশাপাশি তাঁর খণ্ড কল্পনা, ভঙ্গিলতার জন্য সমাজ কতখানি দায়ী তা আলোচনা করেছেন বিষ্ণু দে। তাই মাইকেল তাঁর কাছে মহান রূপক মহতী ট্র্যাজেডি–

> "মাইকেল অত্যন্ত রকম উনিশ শতকী নব্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি যিনি ইওরোপের তুলনা টানতে গিয়ে স্থান কাল পাত্র বিষয়ে বিভ্রান্ত, যিনি পশ্চিম ইওরোপের রেনেসান্স আর আমাদের মহারানির যুগ প্রায় সমার্থক ভেবে বসেছিলেন।"[২৭]

অবনীন্দ্রনাথের বিচারেও এই একই মানদণ্ড প্রয়োগ করেন বিষ্ণু দে–

> "বাঙালী শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ দেশের নব-জাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসাঁসের সক্রিয়তার একটি দিক।"[২৮]

বিষ্ণু দে'র ভাবনায় সমর সেন, মনীন্দ্র রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য মার্কসীয় ভাবনা, রোমান্টিক ভাবালুতার পাশে মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ স্থান পেয়েছে। আবার স্বল্প পরিচিত এলেন লুইস কিং বা আর্নেস্ট জোনস তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

নাটক-চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুবাদে বিষ্ণু দে নাটকের সমালোচনাতেও নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বারবার নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক শম্ভু মিত্রের নাম উঠে এসেছে। আবার, ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'র নির্দেশনা ও অভিনয় নিয়ে লেখা সমালোচনায় বিষ্ণু দে'র সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণু দে এঁদের প্রতি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে বাংলা নাট্য আন্দোলনকে এঁরাই নতুন দিশা দেখাতে পেরেছে–

> "এখন বোধ হয় আশা করাটা পাগলামি হবে না যে, ব্যবসায়ী থিয়েটার ও বুদ্ধিমান থিয়েটারের শিল্প কৃতিত্বের ও আর্থিক নিশ্চিতির অভাবের তফাতটা কমে আসবে। মিলিত নাট্যসংস্থার চেষ্টা তো সেই

আশার দিকেই তাকিয়ে।"[২৯]

বিষ্ণু দে'র বিজ্ঞানমনস্কতা সহজেই ধরা পড়ে তাঁর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী বিষয়ক প্রবন্ধে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনে বিজ্ঞানীদের মত দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক সত্তার ও মানবিক সত্তার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মানবিক সত্যেন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে বিষ্ণু দে বেশী আগ্রহী হলেও বিজ্ঞান যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মূলভাগে রয়েছে এবং সমাজের উন্নতি-পরিবর্তন সাধনে বিজ্ঞান যে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে তা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না।

উনিশ শতক ছিল মনোবিশ্লেষণের যুগ, তাই আগামী সমাজের জন্য বর্তমান সমাজের কবি কাব্য লেখা শুরু করলেন। বিষ্ণু দে মনে করেন যেখানে কবি ও পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় সেখানেই লঘু কবিতার সৃষ্টি হয়। তাই তিনি রুচির ভাষা, প্রগতির ভাষা, এবং চিরস্থায়ী প্রতিভা সর্বদাই জীবনের গভীরতার দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিষ্ণু দে ইতিহাসবিদের দৃষ্টি নিয়ে জনসাধারণের রুচি, সমাজ-বিজ্ঞানী, শহর কলকাতার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপক কোশাম্বীর মতবাদের ওপর ভিত্তি করে বিষ্ণু দে ভারত ইতিহাসের চর্চাও করেছেন। তিনি মনে করেছেন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তাৎপর্য উৎপাদক ও উৎপাদিকার দিকটিতে কোশাম্বির নীরব ছিলেন। আবার ভারতীয় সমাজের জাতিভেদকে কোশাম্বী দেখাতে চান নি। বিষ্ণু দে জানিয়েছেন যে আর্যদের জীবনযাত্রার চারটি স্তর শ্রমের ভিত্তিতে করা হত। নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এশিয়ার একদিকে আদিম গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রা, অন্যদিকে দাস ব্যবস্থার বিবরণ।

৯

'পরিচয়' পত্রিকার হাত ধরে আমরা অনুবাদক বিষ্ণু দে'কে পাই। এজরা পাউণ্ড-এর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি ভিনদেশীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি নিজের বিবেচনাদক্ষ মন্তব্য ও সংযোজন করেছেন। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গুণাবলী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন– তাঁর আবেগের প্রাবল্য, আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রেম, জাতীয়তাবোধ, আত্মিক মাহাত্ম্য, সঙ্গীত প্রতিভা, ছন্দের চারুত্ব। সবই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সহজেই আমাদের চিনিয়ে দেয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে যে সামঞ্জস্যবোধ তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। আবার গীতাঞ্জলির মাধ্যমে ভারত তথা প্রাচ্যের সংহত কঠিন সৌন্দর্যকেই প্রচার করেছেন।

'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসুর সাহিত্যালোচনা, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির দুরাবস্থার প্রসঙ্গ– সর্বত্রই এক প্রতিবাদী ছাপ দিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাছে প্রমথ চৌধুরী ইউরোপীয় সাহিত্যে রসদ পেলেও লৌকিক সাহিত্যের শিকড় সন্ধানী আগ্রহী ব্যক্তিত্ব। আবার, বিষ্ণু দে'র চোখে রাজশেখর বসু ভারতের ইতিহাস সন্ধানে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু অবশ্যই এক যুক্তিবাদী মন নিয়ে।

বিশ্বযুদ্ধের দুর্দম প্রকোপ, রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ী কীর্তিযাত্রা, এবং হিটলারের ফ্যাসিজম-এর চাপে সমাজ ও সাহিত্য বিপর্যস্ত। কবি-মন, মনের ভাষা-শব্দ-ছন্দ সবই অনায়াসে পাল্টে যেতে লাগল। বিষ্ণু দে এই সংকটের যুগে মনে একটা প্রচ্ছন্ন মুক্তি বোধের তাগিদে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তখনই Eliot-এর কাব্য তাঁর হাতে এসে পড়ে এবং সেই থেকে তাঁর মধ্যে একটা তীব্র নান্দনিক আততির সৃষ্টি হয়। Eliot-এর ব্যক্তিস্বরূপ তাঁর সাহিত্যিক পটভূমি তৈরী করে। Eliot-এর মতো বিষ্ণু দে-ও জ্ঞানে-অজ্ঞানে হোক নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণায়, নিজেকে ব্যক্ত করবার চাপ নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক বৃহৎ মানব সমাজের অংশীদার হন। কবি-জীবনের প্রথম পর্বে বাংলা

কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার সূত্রপাতে এলিয়টী প্রকরণ ও নন্দনের নৈরাত্ম্য চর্চার অবলম্বন ও শিক্ষাস্থল হয়েছিল বিষ্ণু দে'র।

সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে বিষ্ণু দে নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছেন। কবিতার মতো গদ্য সাহিত্যেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বহির্মুখী মননের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর যে কোন রচনায়। মাটির টানে লোকশিল্পের প্রতি যেমন তাঁর আকর্ষণ, তেমনি বর্হিমুখী মন থাকার পৃথিবীর নানা শিল্পধারার সাথে তাঁর পরিচয়। তবে তাঁর গদ্যে একটা ক্ষিপ্ত গতি আছে–

> "বাংলার ছোটো ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি গ্যালিলওর মতো উত্তেজিত হই তো সে মার্জনীয়। আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাঁর মতো প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। ...তাঁর দান আমাদের নানা মুখ আত্মসচেতনতায় মানুষ করে তুলবে, যদিও তাঁর সম্পূর্ণতা তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহত সত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন।"[৩০]

ক্ষিপ্রতা প্রকাশের জন্য তিনি শিল্পরীতির দিক্‌টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন, তা পাঠকের শিক্ষিত মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বক্তব্য উপস্থাপনের ভাষা হিসেবে বহু জায়গায় তাঁর তির্যক শ্লেষ বা ব্যঙ্গ ব্যবহারের তৎপরতায় পাই উন্মুখর প্রকাশভঙ্গি–

> "বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যে তো বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি মানস জীবন ও কর্মের আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। তাঁর মতো আত্মপরিচয় লাভের আকুতি অথবা সত্তা সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তিবৈচিত্র্য বোধ হয় বিশ্বে তুলনারহিত শিল্প প্রতিভার মাত্রা, ঐতিহাসিক কার্যকারণ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বিরাট সামগ্রিকতা ও তার তাত্ত্বিক সার্থকতা।"[৩১]

চিত্রকলা ও সঙ্গীতের উপর বিষ্ণু দে-র আগ্রহ ও অনুরাগ আমাদের পাঠকদের অতিরিক্ত আকর্ষণ হয়েছে তাঁর প্রবন্ধাবলী। বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে শিল্পকলা-ভাস্কর্য-সঙ্গীত ইত্যাদি সবকিছুকে নিজের গ্রহণযোগ্যতায় অধিকৃত করেছেন। কালের আধুনিক বোধকে তিনি আত্মস্থ করেন ঐতিহ্যে, লোকশিল্পে, পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সারাৎ সারে। পূর্বজদের মেধা ও প্রতিভার প্রভাব সাহচর্য তাঁর প্রবন্ধকে করেছে উজ্জ্বল ও ঋদ্ধ।

১৯২৮-৪৮ পর্যন্ত বিষ্ণু দে যে সব বিদেশী শিল্প-সাহিত্যিকদের আলোচনা ও সমালোচনা করেন তার মধ্যে তাঁর স্মৃতিসঞ্চয়ী কল্পনা ও মননের সংশ্লেষণী শক্তি। বিষ্ণু দের আত্মসচেতনতার স্বরূপ নির্ণয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার ভূমিকা এবং সেই সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক উপাদানসমূহ অবশ্যই মনে রাখতে হয়।

কবি যখন সমালোচনা-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন, তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদেই তা করে থাকেন, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও তা অবশ্য গ্রাহ্য। ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, যামিনী রায়, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হয়েছে তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সমালোচনা হয়েছে নবতর ভাবনার আবিষ্কার। আর এই মূল্যায়ন ও সমালোচনা নির্মিত হয়েছিল বিষ্ণু দে'র কাব্য রচনার কঠিন দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর স্বদেশ ও সময়ের বিশেষ পরিবেশের চাপে তৈরী। বিষ্ণু দে-র নান্দনিক চিন্তায় আধুনিক মনন বা বিজ্ঞানদৃষ্টি নির্বিশেষ নয়। ঐতিহাসিক-পটে অতীত, বর্তমান,

ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্নতায় তাই তিনি তাঁর নন্দন জগৎকে গড়ে তোলেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি বিষ্ণু দে-র শিল্পচর্চার দিকটা সমৃদ্ধ ও তার প্রভাবে প্রবন্ধগুলি অসাধারণ।

১০

বিষ্ণু দে কেবলমাত্র তাঁর গদ্যের বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তা নয়; তিনি তাঁর গদ্যের ভাষারীতি নিয়েও নানারকম গবেষণা করেছেন। সেক্ষেত্রে বিষ্ণু দে তাঁর চলিত ভাষার লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে শুধু চলিত শব্দ নয় তৎসম শব্দও প্রয়োগ করেছেন, কোথাও নতুন শব্দ তৈরী করেছেন, আবার কখনো ব্যাপকভাবে ইংরেজী শব্দ বিভিন্ন ছাঁদে প্রয়োগ করেছেন। শব্দসজ্জার দিক থেকে তাঁর গদ্য বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

(ক) তৎসম শব্দের প্রয়োগ :

বিষ্ণু দে তৎসম শব্দের ব্যবহার ব্যাপকার্থে না করলেও অনেক ক্ষেত্রেও ব্যবহার দেখা যায়। যেমন–

পৌর্বাপর্ব, স্বাজাত্যভিমান (চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ), সংকেতিতালঙ্কার (সুরিচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা), সমাজবেদ্য (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), সংকল্পদার্ঢ্য, স্বাধীকৃত (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি), বোধিদ্রুম, তন্দ্রালসতা, জ্যাশিথিল, নিমীলিত, রৌপ্যকেশ, আবাল্যশ্রুতস্মৃত, আহিতাগ্নি, বিশ্রামালম্বিত, অন্তর্দৃষ্টিময়শ্রবণ (মনীষার পৌরাণিক চরিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু), বিকল্পনা, সংকল্পনা (মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ) প্রভৃতি।

(খ) প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার :

প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহারও তুলনামূলক কম করলেও বিষ্ণু দে এক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

যেমন– দেশলত্ব (অবনীন্দ্রনাথ), পুরাণিক (বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস), হিদুঁয়ানি (মস্কভা-পিকাসো সংবাদ), অভ্যাসিক, পেলবতা (অবনীন্দ্রনাথ), বৈজ্ঞানিকমন্য (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি) প্রভৃতি।

(গ) ইংরেজী শব্দের ব্যবহার :

সাহিত্যিক হিসাবে বিষ্ণু দে ইংরেজী শব্দ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। গদ্য সাহিত্যেও তার অন্যথা হয় নি। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেন মনে হয় তিনি নানা রকম পরীক্ষা করেছেন। তাঁর পাঠকবর্গ শিক্ষিত এবং জ্ঞানপিপাসু হলেও কখনো কখনো তিনি ইংরেজি শব্দ বাংলা হরফে কিংবা শব্দের পাশে তার পরিভাষা করে দিয়েছেন কিংবা কখনো বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত শব্দও ব্যবহার করেছেন।

ইংরেজী শব্দ ইংরেজী হরফে :

যথেচ্ছভাবে তিনি ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করেছেন গদ্য সাহিত্যে। কেউ ভাবেন এটা তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করার পন্থা, কিন্তু বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করলে দেখব প্রবন্ধের বিষয়ব্যাপ্তি ও তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলেই ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ গতিকে ব্যাহত করে নি। যেমন–

Persona (টি.এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান), Public, Private (জনসাধারণের রুচি), Abstraction, Change, Interpretation, Sophistication, Great Mother (বাংলা সাহিত্য প্রগতি), Grotesquerie, drollery (প্রগতিবাদী কবি), Primitive, Pylon, Cantilever, Kestrel, Charity, Predomination Passion, Habit, Trivial, Imperative, Tragic (আধুনিক কাব্য), Dark period, Creative unity, Neck bird (রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা) Per-

sonality, Public tone, Egotistical sublime, Putrid (রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস, পাউণ্ড) ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ বাংলা হরফে :

ইংরেজি শব্দ বাংলায় লিখে প্রচুর ব্যবহার করেছেন, তবে তা বেশিরভাগ ইংরেজি উচ্চারণ রীতি মেনেই। যেমন–

ক্লাসিসিজম, ফ্যাশিজম, ক্যাপিটালিজম, প্যাটর্ণস, ডায়ালেকটিক্স, রয়ালিস্ট চ্যাপেল (টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান), সুররিয়ালিজম, সিম্বলিস্ , হারমনি, কিউবিজম, ক্রোমোসোম, ইণ্ডাস্ট্রি, য়ুনিভার্সিটি, ম্যাটার, কর্ম, মিক্সচার, এয়েটিং রুম, রিপ্রেসেন্টেশন, লিবরাল (পরিবর্তমান এই বিশ্বে), ডিটেকটিভ, নভেল, সেমাসিওলজি, এক্সচেঞ্জ (রিচার্ডসের কল্পনা) সিম্ফনি, থীসিস, এপ্রায়োজিম (ক্যালকাটা গ্রুপ), মিনিয়েচর, ইউটোপিয়া, ফ্রেম, টেম্পেরা, টেকনিক (যামিনী রায়), ডিজাইন, পিগমেন্ , কমপ্লিমেন্টারি, ব্লক প্রোসেস, পোস্কার্ড, থিয়েটার (যামিনী রায় ও শিল্প বিচার), পিকিউলিআরলি, প্যাস্রল, এশিয়াটিক, ম্যানরিঅল, পিওর, ট্রাইবল, প্রিমিটিভ, নোমাডিক (আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড), প্যাশনপ্লে, নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট, নাইট্স, মিথিকল, ডার্ক পীরিঅড (রবীন্দ্র শত বার্ষিকী), কনট্রাক্টর, ড্রিলিং মেশিন, গ্রাউন্ডিং মেশিন (কোনার্কের মৃত্যু), সেনেটর, আইরিশম্যান, পজিটিভিস্ , ইউটিলিটেরিআন (উইলিয়ম বট্লর ইয়েটস ও বাংলা), হ্যাণ্ডিক্যাপ, পেভমেন্ (রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার গরজে) ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দের পরিভাষা প্রয়োগ :

ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বিষ্ণু দে তার পরিভাষাও করেছেন। এবং বাংলা হরফে ইংরেজি শব্দের পরিভাষা লিখেও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে মূল শব্দ ইংরেজি হরফে রেখেছেন কখনো, আবার কখনো বাংলা হরফে লিখে তার পরিভাষা করেছেন। কখনো আবার, একই শব্দের পরিভাষা দু জায়গায় দুরকম করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত শব্দের এমন পরিভাষা করেছেন, যা প্রচলিত অপেক্ষা সামান্য পার্থক্য রাখে।

ইংরেজি হরফের শব্দের পরিভাষা :

Vested interests বা সম্পত্তির স্থাবরতা, Sense of privacy বা স্বকীয়তাবোধ, Local Colour বা স্থানমাহাত্ম্য (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি), Stream of Consciousness বা চৈতন্যের স্রোত (সাহিত্যের ভবিষ্যত), Process বা পরিণতি, Milky Way বা ছায়াপথ, Progress বা প্রগতি (পরিবর্তমান এই বিশ্বে), Bored বা বিতৃষ্ণ (বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস), Preface বা মুখবন্ধমালা (সুরুচি ও পণ্ডিতন্মণ্যতা), প্রেম love, বা QG inhabitation (আধুনিক কাব্য), appearance বা রূপ, সংকল্পিত বিন্যাস বা Plan, Centralised বা কেন্দ্রীভূতভাবে (যামিনী রায়ের কথা) প্রভৃতি।

বাংলা হরফের শব্দের পরিভাষা :

পার্সনাল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ, মিডিয়ম বা শিল্পপদ্ধতি, এবস্ট্রাক্শন বা পরোক্ষতত্ত্ব (টি.এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান), কাব্যরূপ বা ফর্ম, দেশজরীতি বা কনভেনশন্স (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), রূপায়ণে বা ইন্টার প্রিটেশন (জনসাধারণের রুচি), ইসথেটিক বা সংবেদ্য (রাজায় রাজায়), সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদী, ডেপুটি বা প্রতিনিধি (আরাঁগ), মধ্যস্থতাসূচক বা মেডিয়েটস, মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস (ক্যালকাটা গ্রুপ), প্যাস্ট রল নোমাডিক ট্রাইবল বা পশুপালক যাযাবর গণসমাজ, হিলটস বা আদিম সমষ্টিগত, আইকন গ্রাফিতে বা প্রতিমা বর্ণনে (আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড), ছেঁদো কথার ব্যাপারি বা ফ্যাসিলি (ভারতপথিক ইংরেজি কবি), স্ট্রফি বা শ্বাসপর্ব, মিথস বা পুরাণ কাহিনী (মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স), নিয়ন বা ফুওরেসেন্ট,

এপিকিওর বা জীবনসম্ভোগী, ইউনিটারি বা ঐক্যস্বভাব (মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু), সিসটেমিক বা প্রকৃতিগত, সিনিসিজম বা নৈরাশ্য (সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ), ইঙ্গ-নেসান্স বা ইংরেজসঙ্গাত, ক্রাইসিস বা ক্রান্তিসংকট, ইগো-ইনটিগ্রিটি বা আত্মসত্তার অবৈকল্য (রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা) ইত্যাদি।

(ঙ) ইংরেজি-বাংলা শব্দের মিশ্রণে নতুন শব্দ ব্যবহার :

ইংরেজি-বাংলা শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিষ্ণু দে বেশ কিছু নতুন শব্দও তৈরী করেছেন। এ শব্দগুলি তাঁর গদ্যে একটি নতুনত্বের ছাপ এনেছে। যেমন–

কোয়ান্টাম তত্ত্ব, বর্ণস্পিডোমিটার (পরিবর্তমান এই বিশ্বে), ডিভিডেন্ট জীবী (হালকা কবিতা), নিটেনসলি অনুভব (নবসাহিত্য তত্ত্ব), টিউটনি উদ্দামতা (চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ), হেলেনিক শুদ্ধি (ইংরাজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড), মৌলিক রিফর্মেশন, শব্দ থেরাপি (রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা), লুমপেন ধনিক (এই আমাদের কলকাতা), কেঠোচেয়ার (রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার গরজে) ইত্যাদি।

(চ) নতুন বাংলা শব্দ তৈরী :

বিষ্ণু দে বাংলায় কতকগুলি নতুন শব্দ তৈরী করেছেন। যা তাঁর গদ্য সাহিত্যকেও নতুন মাত্রা দিয়েছে। যেমন–

বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণবেগ মাপ যন্ত্র (পরিবর্তমান এই বিশ্বে), আর্যামি (আর্য কোলাম্বীর কাণ্ড), ইওরোপপমা, দ্বীপমণ্ডুকতা (মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স)।

(ছ) বিশেষ্যের বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ প্রয়োগ :

বিষ্ণু দে তাঁর গদ্যে বিশেষ্যের বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ ব্যবহার করে আধুনিকতার ছাপ ফেলেছেন সমালোচনা সাহিত্যে। যেমন–

মাছিমারা বস্তুতান্ত্রিকতা, মানবিক সংস্কৃতি, উলঙ্গ স্বপ্ন (অবনীন্দ্রনাথ)।

(জ) বাক্যগঠনে বিশিষ্টতা :

বিষ্ণু দে'র গদ্যে আমরা সর্বদা প্রয়োগভঙ্গির বিশিষ্টতা দেখা যায়। ইংরেজি গদ্যরীতির প্রভাব লক্ষিত হয় তার গদ্যে। বাক্যরীতির পথর, পরথ, থপর, থরপ, রপথ, রথপ ধারা বজায় রেখে বাক্য গটন করলেও ক্রিয়াপদহীন বাক্যের ব্যবহারও বহুল।

পরথ ব্যবহার :

(i) ব্রহ্মণ্যের অন্নদাতা সদাগরকে তাই মানতে হল মনসার লৌকিক শক্তি। (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)

(ii) বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছিলেন রিয়ালিজম। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(iii) সেন্ট থমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ সাধনার যাত্রাপথ (রিচার্ডসের কল্পনা)

প ছাড়া ব্যবহার :

(i) আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্বেদাক্ত প্রত্যক্ষবাদের। (টমাস স্যার্নস এলিঅট)

(ii) দেখিনি বিজন ভট্টাচার্যের মতো একাধারে নাটক রচয়িতা তথা প্রযোজক এবং প্রচণ্ড অভিনেতা। (পূর্ব বাংলায় কবি মধুসূদন)

পথর ব্যবহার :

(i) অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)

(ii) বৈজ্ঞানিকও এ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সমর্থন করেন। (পরিবর্তমান এই বিশ্বে)

(iii) এই ইরানি কবি ইউনিয়নকেই মাতৃভূমি বলে বরণ করেন। (সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য)

প ছাড়া :

(i) সে আলোচনা পরে করিতেছি। (নব সাহিত্য তত্ত্ব)

(ii) জানি না পাঠকদের একথা বোঝাতে পারব কিনা। (ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড)

(iii) সাহিত্যের প্রেরণার কথা, দায়িত্বের কথা শুনলাম। (গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা)

OSV বাক্যসজ্জার ব্যবহার :

(i) এই যাতায়াতের ব্যাখ্যা মিন দিয়েছেন। (পরিবর্তমান এই বিশ্বে)

(ii) চেতনার বর্ণনা টমাস করেছে। (রিচার্ডসের কল্পনা)

(iii) এই শুচিতা প্রায়ই বার্কার পালন ও রক্ষা করতে পারেন নি। (আধুনিক কাব্য)

(iv) যে কথা তিনি বলেন নাই। (নব সাহিত্ব তত্ত্ব)

থরপ ব্যবহার :

(i) একাজ কলকাতায় করেন আংশিক সময়ের কর্মী ২২ জন। (জনসাধারণের রুচি)

(ii) এ ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা আমার কর্তব্য। (এলিঅট প্রসঙ্গ)

Climax -এর ব্যবহার :

(i) সকল সঞ্চয়ই ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। (বীরবল থেকে পরশুরাম)

(ii) বিরাট চিন্তাবীর, প্রচ্ছন্ন দার্শনিক, মহাবৈজ্ঞানিক বিরাট ডাক্তার, বিরাট প্রেমিক। (আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পান্তেরণাক)

(iii) আমাদের এই চেনা মাতৃনগরীর স্মৃতি আজও উজ্জ্বল আজন্ম স্মৃতি প্রায়ই যা হয়,– রবীন্দ্রনাথের কলকাতা, গোরার কলকাতা, গল্পের কবিতার কলকাতা, গানের সভার ভাষণের বক্তৃতার কলকাতা। (এই আমাদের কলকাতা)

Anti-Climax -এর ব্যবহার :

(i) তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়ে দাঁড়ায় সংস্কৃতির ছদ্মবেশী শত্রু ও মাস ররা লজ্জাকর রসিকতা মাত্র। (সোভিয়েট শিল্প সাহিত্য)

Anti-thesis -এর ব্যবহার :

(i) ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষে দেখি ব্যক্তিত্ব লোপ। (সাহিত্যের ভবিষ্যৎ)

(ii) সে আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সহায়। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(iii) মেয়েদের কৌতূহল কিছু নাৎ সি আবেদন। (অবনীন্দ্রনাথ)

(iv) পিতৃস্বরূপ নির্দেশের অর্থ পিতৃত্ব অস্বীকার নয়, এমনকি মাতৃমন্ত্রেও। (আরাঁগ)

(v) বাংলা সাহিত্যে এলিঅট তাই বলাই বাহুল্য মার্কসবাদের সৌর বিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদনী রাতও বটে। (এলিয়ট প্রসঙ্গ)

(ঝ) 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু :

'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতা বিষ্ণু দের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যেমন–

(i) এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতা পাওয়ার। (রিচার্ডসের কল্পনা)

(ii) এবং যে সমালোচনায় সাহিত্য রচনার ধারা বা পাঠক মনের কোন বিকাশে সাহায্য নেই, সে সমালোচনার ধারাও পুনর্বিবেচ্য। (রাজায় রাজায়)

(iii) এবং কাব্যও মালার্মের পর থেকে বস্তুর এক সংহত রূপের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। (চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ)

(ঞ)গদ্য রচনায় কবি-সত্তার প্রভাব :

কিছু কিছু প্রবন্ধে বিষ্ণু দে এমন ভাবে গদ্য রচনা করেছেন যেখানে তাঁর কবির মন কাজ করেছে। ফলে, তার আকার কবিতার মতো হয়েছে।

(i) তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তার গলিতে। (সাহিত্যের ভবিষ্যত)

(ii) রৌদ্রের এ অভিযান সে রাত্রি শেষে, সে রাত্রি আশাভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার সে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। (টমাস স্যনর্স এলিয়ট)

(ট) প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার :

বিষ্ণু দে বিভিন্ন প্রবন্ধে একাধিক প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ করেছেন। যেমন–

অরণ্যে রোদন (হালকা কবিতা), উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে (রাজায় রাজায়), গোড়ায় গলদ (সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা), ফলেন পরিচীয়তে (সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য), স্বধর্মে নিধন ভালো (আধুনিক কাব্য)।

(ঠ) খণ্ডবাক্য সজ্জায় ইংরেজি রীতির প্রভাব :

বিষ্ণু দে'র খণ্ডবাক্যসজ্জার রীতিটিও ইংরেজি রীতির দ্বারা প্রভাবিত।

(i) যে এবং পদচ্ছেদ দিয়ে বাক্যসজ্জা –

এই ধরনের বাক্যসজ্জা প্রচুর পরিমাণে করেছেন বিষ্ণু দে।–

তাছাড়া লেখকেরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)

এই যে সংস্কৃতি প্রসার প্রাচ্যের আদিম জাতিদেরও দ্রুত সভ্যতায় নিয়ে এল, তা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন। (সোভিয়েট শিল্প সাহিত্য)

এখানে বলা ভালো যে সাধারণ রুচি সুমারের প্রশ্নমালার একটি হচ্ছে রেডিও নিজের ঘরে, পথে বা দোকানে কোথায় শোনেন। (জনসাধারণের রুচি)

(ii) 'যে' -এর দ্বারা খণ্ডবাক্য সৃষ্টি–

শিক্ষিত বাঙালীর সান্নিধ্য আমরা ভুলে যাই যে বাঙালীর বিখ্যাত ভাবালুতা সাম্প্রতিক এবং শিক্ষিত বাঙালির বিশেষত্ব মাত্র। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিনীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সঙ্গত। (সাহিত্যের ভবিষ্যত)

(iii) Principle Clause ও Subordinate Clause-এর সংযুক্তিতেও খণ্ডবাক্য সৃষ্টি–

অতএব লেখককে লেখা ছাড়তে কেউ বলছে না, /

বলছে শুধু লোকধর্মী প্রস্তুতির কথা। (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)

তাছাড়া বিশ্ববর্ধমান, / বেলুনের মতো। (পরিবর্তমান এই বিশ্বে)

কোন কোন যুগে সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রাচুর্যে, / কোন কোন যুগে বা হয় ক্ষীণ। (হালকা কবিতা)

(iv) Subordinate Clause ও Principle Clause-এর সংযুক্তিতে বাক্যসজ্জা–

অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, / শেলি বা ব্লেকের উপর অত কঠিন সমালোচনার পরে। (টি .এ . এলিঅটের মহাপ্রস্থান)

স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে এত হাত, / ব্যবসায় ব্যাঙ্কে আপিসে সরকারি কাজেও বিজ্ঞানের নির্দেশ। (জনসাধারণের রুচি)

(হ) Parenthetic Clause-এর ব্যবহার–

অনেক ক্ষেত্রেই বিষ্ণু দে বাক্যে নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যের (Parenthetic Clause) ব্যবহার করে বাক্যসজ্জা করেছেন। যেমন–

হঠাৎ এমন লাইন আসে / যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে (Parenthetic Clause) / যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে। (বাংলা সাহিত্যে প্রগতি)

শেষ বয়সের কবিতায় / তিনি আবার রিক্ততার, ছলনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রূপনারায়ণের কূলে / যেখানে ছলনাময়ীর মুখে মেলে না উত্তর (Parenthetic Clause) (বীরবল থেকে পরশুরাম)

(ড) সংযোজক শব্দের ব্যবহার :

ইংরেজি রীতি অনুযায়ী যাঁদের-তাঁদের, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যখন-তখন, যত-তত ইত্যাদি দিয়েও বাক্যসজ্জা করেছেন বিষ্ণু দে। যেমন–

যত বেশী মানুষ ঘরে ছবি রাখবে, ততই জীবন ও শিল্পে রুচি বিস্তার ও আনন্দের প্রসার। (যামিনী রায় ও শিল্প বিচার)

যখন তাঁর প্রবল কণ্ঠস্বর সত্যকার উপলক্ষ্য পেল, শ্রোতা পেল, তখন কবিত্বের বিপ্লব প্রাণ পেল কাব্যে। (সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য)

(ঢ) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সন্ধান :

একই মনীষার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে ঐক্য সন্ধান করেছেন বিষ্ণু দে। কিন্তু গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, ব্রেখট সবার সঙ্গে

তুলনায় বোধ হয় শেষপর্যন্ত বহু দেশচারী হয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে।

এরকম ক্রান্তিহীন সংকটাবস্থায় সৃজনধর্মী বা ইতিমূলক কর্মিষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিস্বরূপ স্বভাবতই তীব্র হয়ে ওঠে উৎক্রমণের প্রকাশ পথের মুক্তি চেয়ে; তীক্ষ্ণ আততিতে আত্মভুক সর্পিল সচেতনতা নির্গত হতে চায় প্রকাশের বহিঃরূপায়ণের মুক্তিতে। তাই এরকম তীব্র চেতন মানুষের বিকাশ চলে সত্তার সমগ্রতার হরধনুর মতো জ্যাবদ্ধ আপন বেগে। (রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা)

এখানে রবীন্দ্রনাথের মন ও প্রকাশের দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যায় যেমন বিশেষণ এসেছে তা পাঠকের কাছে সহজ বোধগম্য নয়।

(ণ) গদ্যের ভাষায় ব্যঙ্গ-কৌতুকের সমাবেশ :

বিষ্ণু দে'র গদ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সমাবেশ দেখা যায়, যা সংস্কৃতিবান মনে অসংগতির বেদনা জাগায়। এপিগ্রামের প্রাধান্য না থাকলেও দীর্ঘ বাক্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সৃষ্টি যথার্থ ভাবেই তিনি করেছেন।–

দেশের সামাজিক অর্থনীতিক অস্পষ্টতার জন্য দশের পরিশ্রমী বৈদগ্ধ্যও থেকে যায় খাপছাড়া, চাতুর্য মিশে যায় গাঁওয়ার সরলতার অতিবাদে, আত্মসচেতনতা কূপমণ্ডুক থেকে যায়। (আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক)

শরৎচন্দ্র মনে হয় বাঙালি গৃহিনীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনের দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পানদোকতার ভার বিলাসী ঘোর। (গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা)

বিষ্ণু দে'র গদ্যে দুর্বোধ্যতা থাকলেও গদ্যরীতির-ভাষা ব্যবহারের নিজস্বতা রয়েছে। বেশির ভাগ সময়ে তা সামাজিক দর্পণে ব্যক্তির আত্মদর্শন। তিনি প্রথাগত স্রোতে নিজেকে মেশান না, তাই তাঁর গদ্য কখনো কখনো অস্বস্তি জাগায়। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধের পাশাপাশি তাঁর সরল যুক্তিবদ্ধ বাকভঙ্গি তিনি যা ব্যবহার করেছেন তা প্রায়ই আমাদের অচেনা থেকে যায়।

বিষ্ণু দে ত্রিশোত্তর বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নব্য ধারার আন্দোলনের প্রধান পাঁচজন কবির অন্যতম ছিলেন। তিনি মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সাহিত্য ভাবনা ও প্রকাশরীতিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে অঙ্গীকার করেই তাঁর কাব্য রচনা ও সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনা। এলিয়টের প্রভাব যেমন তাঁর প্রথম জীবনে সাহিত্য রচনায় প্রাসঙ্গিক, তেমনি দেশের অতীত-বর্তমানের বিষয়ও তাঁর সাহিত্য নির্মাণের সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্য বলয়ের বাইরেও এক সফল আধুনিক সাহিত্যের ধারা সৃজন করেন এই লেখক। তাঁর নাগরিক মন, প্রেমের তীব্র আবেগ ও তার ছন্দোবদ্ধ শব্দবন্ধে অসাধারণ সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তিনি যুগযন্ত্রণাকে অস্বীকার না করেও অস্তিবাদী এবং সেই অস্তিবাদের উৎস মার্কসচেতনা। তাই তিনি মানুষের সংগ্রামী ভূমিকার মধ্য দিয়ে যুগান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য জগতে বিষ্ণু দে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন নি কখনও। এমনকি তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের তুলনাতেও তিনি স্বল্পপঠিত। তা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে'র সাহিত্যে রয়েছে এমন মননরস যা পাঠককে বাধ্য করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে। সেই ভাবনা শুধু মস্তিষ্কের অবসর বিলাস নয়, তাতে পরিশ্রম লাগে, মেধা লাগে, অধ্যবসায় লাগে।

তথ্যসূত্র :

১। এডওয়ার্ড টমসন, টাইম্‌স লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট ১৯৩৬, 1st February, p. ১২.

২। এলিয়ট প্রসঙ্গে, জনসাধারণের রুচি, ১৯৬৫, ৫ ই জানুয়ারী, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৪২৬, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪৭.

৩। তদেব, পৃ. ১৩৭।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, ১৩৭২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৪২৫, পৃ. ৬৮.

৫। তদেব, পৃ. ২০।

৬। তদেব, পৃ. ৪৮।

৭। একালের কবিতা, মুখবন্ধ। বিষ্ণু দে, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৮০।

৮। ২৫ শে বৈশাখ, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, বিষ্ণু দে, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ১৩০.

৯। পিকাসো, সাহিত্যের ভবিষ্যত, ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৮৮.

১০। সোভিয়েত শিল্প প্রদর্শনী, সাহিত্যের ভবিষ্যত, ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৯৪.

১১। রাজায় রাজায়, সাহিত্যের ভবিষ্যত ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৭১.

১২। অন্বিষ্ট, কবিতা-৪, বিষ্ণু দে।

১৩। Bishnu Dey, The Painting of Rabindranath Tagore, Quarterly Booklet, Visva-Bharati, 1958, p. ৪-৫.

১৪। যামিনী রায়, সাহিত্যের ভবিষ্যত ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৪৪.

১৫। যামিনী রায় ও শিল্পবিচার, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য ১৯৫৮, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ২৪৭.

১৬। তদেব, পৃ. ২৪৪.

১৭। আরাগঁ, সাহিত্যের ভবিষ্যত, ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৬৮-১৫৯।

১৮। আত্মঘাতি প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক, সাহিত্যের দেশবিদেশ ১৩৬৯, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৩৩৬.

১৯। বাংলা সাহিত্যের ধারা, সাহিত্যের ভবিষ্যত ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৫২.

২০। তদেব, পৃ. ১৫২.

২১। বীরবল থেকে পরশুরাম, সাহিত্যের ভবিষ্যত ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৫৫.

২২। প্রমথ চৌধুরী ও আমরা, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য ১৯৫৮, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ২৭০.

২৩।সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য, রুচি ও প্রগতি, ১৯৪৬, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৯১.

২৪। আরাগঁ, সাহিত্যের ভবিষ্যত, ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৮১.

২৫। নিউ এজ পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি শোক লেখনের বাংলা রূপান্তর, 'বিদায় বিষ্ণু দে', পরিচয়, নভেম্বর ১৯৮২।

২৬।ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রুচি ও প্রগতি, ১৯৪৬, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৫৬.

২৭। মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স, সাহিত্যের দেশবিদেশ ১৩৬৯, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৩২৩.

২৮।অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের ভবিষ্যত ১৯৫২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ১৩৫.

২৯। নবান্নর পঁচিশ বছর ও নাট্য আন্দোলন, সেকাল থেকে একাল ১৯৮০, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২ য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৪২৫, পৃ. ২৫৩.

৩০। বাংলা সাহিত্যে প্রগতি, রুচি ও প্রগতি ১৯৪৬, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৮, পৃ. ৫৪.

৩১।রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা ১৯৭২, বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২ য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪২৫, পৃ. ২০.

এছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলির উদ্ধৃতি 'বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৮ এবং 'বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ' ২ য় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৪২৫, দে'জ পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত